শরৎচন্দ্রের
বিরাজ বৌ

কে, সি, দাস প্রোডাকসন্সের অবদান

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

বিরাজ বৌ

কে, সি, দাস প্রযোজিত। সুনীল রাম নিবেদিত

পরিচালনা :—মানুসেন

চিত্রনাট্য : সলিল সেন   সঙ্গীত : কালীপদ সেন

গীত রচনা : কাজী নজরুল, শিশির সেন, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণে : বিজয় দে। সম্পাদনায় : হরিদাস মহলানবিশ। শব্দগ্রহণে : বাণী দত্ত ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। প্রধান কর্মসচিব : সুধীর বোস। পট শিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জী ও নবকৃষ্ণ কয়াল। ব্যবস্থাপনা : সন্তোষ গুপ্ত। শিল্প নির্দেশনা : বিজয় বোস ও সুরেশ চন্দ্র। সাজসজ্জা : শেরআলী। স্থির চিত্র : বলাকা ষ্টুডিও। পরিচয়লিপি : দিগেন ষ্টুডিও। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। প্রচার অঙ্কণে : নির্মল রায়। প্রধান সহকারী পরিচালক : বিষ্ণু বর্দ্ধন।

প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক॥ পরিবেশনা-উপদেষ্টা : মাণিক রায়।

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা : প্রিয় মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণে : শান্তি দত্ত ও বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা : সতীশ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত : শৈলেশ রায়। সম্পাদনা : অনিল দাস। রূপসজ্জা : তারাপদ ও বটু গাঙ্গুলী। শব্দ গ্রহণ : ইন্দু অধিকারী ও রথীন ঘোষ। শব্দ পুজর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার ও পাঁচু ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় : সুকুমার বোস, গোপাল দত্ত ও সুরেন মাকাল। রসায়নাগারে : অবনী রায়। আলোক নিয়ন্ত্রণে : হরেন গাঙুলী, কেষ্ট মণ্ডল, দিলীপ ব্যানার্জী, অভিমুন্য, সুধীর, সুদর্শন, অবনী ও থাঁদু। দৃশ্যপট সংযোজনায় : সুধীন, গুপী, কেবলরাম, মণিনাথ, ধূপনারায়ণ, ষষ্ঠী, কালীরাম, রামরাউত, শিবরাজ, সুনীল, পরেশ, রামধনী, শান্তি, কান্তি, যতীন ও রমেশ।

নেপথ্য কণ্ঠে : সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অনুপ ঘোষাল॥

: রূপায়ণে : উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্ত্তী

অনুপকুমার, দিলীপ রায়, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, তরুণকুমার জহর রায়, নৃপতি চট্টো, শীতল বন্দ্যো, প্রীতি মজুমদার, জীবেন বসু, বেচু সিংহ, গৌর শী, বীরেন চট্টো, ধীরাজ দাস, অনাদি বন্দ্যো, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুব্রত সেনশর্মা, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, রাজলক্ষ্মী (ছোট), শর্মিলা শিবানী গীতা সুতপা উষা দেবী, প্রিয়া দুলাল, দেবাশিস, মহেশ, সুনীলরাম, ভানু, হেমন্ত, শক্তি, নির্মল, শ্যানল, অলক ও আরো অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দীপচাঁদ কাংকারিয়া, তন্ময় ভট্টাচার্য, সঞ্জীব গুহ, সুরজিৎ পাঠক (ধনেখালি), সোমেশ মৈত্র, পালিত।

ক্যালকাটা মুভিটোন, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে এবং আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

॥ বিশ্ব-পরিবেশনায় : মিলি পিকচার্স ॥

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের চক্রবর্তীরা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার। দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর, বিধবা মা ও ছোট বোন পুঁটুকে নিয়েই তাদের সংসার। দোল, দুর্গোৎসব, পূজা, পার্বণ লেগেই আছে। দাস-দাসী অতিথি অভ্যাগততে বাড়ী গমগম করছে। সংসারে একটি বৌ না হলে চলে না। মা তাই ন'বছরের বিরাজ সুন্দরীকে বড় বৌ করে ঘরে আনলেন।

বিধবা মা মারা যাবার সময় বিরাজ ও নীলম্বরকে পুঁটুর ভার দিয়ে গেলেন। নিঃসন্তান বিরাজ পুঁটুকে নিজের মেয়ের মত দেখে।

নীলাম্বর যেন মানুষ নয়—দেবতা। সংসারের প্রতি তার দৃষ্টি কম। গ্রামের কার অসুখ করেছে, কার বাড়ীতে অভাব, কার মরা পোড়ান হচ্ছে না—নীলাম্বরই সেখানে সকলের আগে এগিয়ে যায়। গ্রামের লোকও নীলাম্বরকে দেবতার মত দেখে।

ছোট ভাই পীতাম্বর ঘোর বিষয়ী। পুঁটুর বিবাহ স্থির হয়। পীতাম্বর ঐ সময়ে তার অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হ'ল। বিরাজ কিন্তু বিবাহের দিন কোন ক্রমেই পিছিয়ে দিতে রাজী নয়। পুঁটুর বিয়ে হয়ে গেল। পুঁটুর বিয়ের জন্য জমি

জায়গা মায় ভদ্রাসনটি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ল।

নীলাম্বরের সংসারের চরম দুর্দ্দিন দেখা দিল। এমন অবস্থা দু'বেলা ভাতের সংস্থান নেই। সংসার কি করে চলে নীলাম্বরের সে দিকে হুঁসও নেই। কীর্তন দলে খোল বাজিয়ে, গাঁজা খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। বিরাজ অনেক কষ্টে দু'বেলা স্বামীর সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দেয়। নীলাম্বর যখন জানল তাদের চরম দুরবস্থার কথা। তখন সে স্থির করল বিরাজকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেবে আর সে কীর্তনের দলে কাজ নেবে। কিন্তু বিরাজ তাতে সায় দিল না। এই সময় জমিদার রাজেন বাবু মহালের কাজে তাদেরেই গ্রামের কাছে ছাউনি পাতলেন। একদিন তিনি সদ্যস্নাতা বিরাজকে দেখেন। তার সৌন্দর্য্য তাকে মুগ্ধ করে। বিরাজকে পাবার জন্য রাজেন বাবু বিরাজদের বাড়ীর ঝি সুন্দরীকে হাত করেন। সুন্দরী যদি বিরাজকে তার কাছে এনে দেয় তবে সে প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাবে। একদিন সুযোগ বুঝে সুন্দরী বিরাজকে টোপ দেয়। সুন্দরীর মতলব বুঝতে পেরে বিরাজ সেই মুহূর্তে সুন্দরীকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেয়।

ধীরে ধীরে গ্রামে কথাটা রটে গেল। পীতাম্বরও নিল এই সুযোগটি পূর্ণ মাত্রায়। নীলাম্বরকে সে জমিদার ও বিরাজকে নিয়ে এক রসাল কুৎসার কথা জানাল। নীলাম্বর এর একটা বিহিতের কথা চিন্তা করে। কিন্তু সেই সময় জানল নারায়ণ ঠাকুরদা গঙ্গাযাত্রায় যাবেন। সে নারায়ণ ঠাকুরদাকে নিয়ে গঙ্গাযাত্রায় গেল।

এদিকে বিরাজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়ীতে একটা দানাও নেই যে মুখে কাটে। তিন দিন পর মরা পুড়িয়ে নীলাম্বর বাড়ী ফিরল। তিন দিন নিলাম্বরের পেটে ভাত নেই। অসুস্থ শরীরে স্বামীর অনাহার ক্লিষ্ট মুখের কথা মনে করে পড়শীর বাড়ী থেকে চাল ভিক্ষা করে নিয়ে বিরাজ ফেরে।

নীলাম্বর বাড়ী এসে বিরাজকে না দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিরাজ এলে তাকে কু-কথা বলতেও ছাড়ে না। অপমানে আর লজ্জায় বিরাজ বাড়ী থেকে চলে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। নদীতে তখন রাজেনের বজরা ভাসছে।

........................?

সংগীত

(১) রচনা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শংখে শংখে মঙ্গল গাও
আগমনীর আবাহনে
দশভূজা দুর্গা এসো
ব্যথাভরা এই ভুবনে ।
শেফালী আজ আসন পাতে
শিশির ধোয়া শারদ প্রাতে
উৎসবে আজ সাজলো ধরা
মায়ের অকাল বোধনে

জাগো পুরবাসী জাগো
এলো ত্রিনয়নী দ্বারে
বিপদ-তারিণী উমা
অসুর নাশিবারে ॥
ঘরে ঘরে ওঠে কলতান
নতুন প্রভাত নিশি অবসান ॥
হৃদয় পথে সাজাও অর্ঘ্য
সঁপিতে রাঙা চরণে ॥

(২) রচনা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তুই চেয়ে দেখ্ ওরে মাধাই
আমায় যাদু করেছে ।
(এই) দীন অভাজন জগাই কেমন
গোরার প্রেমে পড়েছে ।
(ধুয়া) জীবের প্রতি দয়া করে গৌর নাম ধরেছে
তুই মেরেছিস কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দেবে না
(ওরে) তার প্রেমেতেই পাপী তাপী
জগাই মাধাই তরেছে ।
(ধুয়া) হরির চরণ পাব বলে মন ভরসা করেছে
লুট প'ড়েছে বোলহরি
আনন্দে বাজিল বাঁশরী
এই আনন্দে নেচে গেয়ে
ব্রজের বালক যায় চলি ।
লাগলো হরি লুটের বাহার লুটে নেরে তোরা
মণ্ডা মিঠাই ফুল বাতাসা
সন্দেশ জোড়া জোড়া
তাহার মাঝে হাত বাড়ালো
ব্রজের মাখন চোরা
লুটে নিল কচি কাঁচা ঠকে গেল বুড়া ॥

(৩) রচনা—কাজী নজরুল

(মোর) ঘুম ঘোরে এলে মনোহর
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ
(মোর) শ্রাবণ মেঘে নাচে নটবর
রম ঝম, রম ঝম, রম ঝম
শিয়রে বসি চুপি চুপি
চুমিলে নয়ন
(মোর) বিকশিল আবেশে তনু
নীপসম—নিরুপম—মনোরম ।
মোর ফুল বনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি (দেবতা মোর)
হায় নিলে না ফুল, ছি ছি বেভুল
নিলে তুলি খোঁপা খুলি কুসুমডোর ॥
স্বপনে কি যে কয়েছি তাই
গিয়াছ চলি
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম ।

(৪) রচনা—শিশির সেন

কৃষ্ণ বিহনে বৃন্দাবনে
কাঁদে গোকুলিয়া বাঁশী
চাঁদ আজ হারালো সে সুধা
কত গান গেল ভাসি
যমুনার জল হলো যে উতল
শ্যামের বিরহে কাঁপে বনতল ॥
গৃহবাসী রাই ব্যথা লয়ে তাই—
হলো কিরে বনবাসী—
ব্রজের খেলা সাঙ্গ হলো
মথুরায় গেল শ্যাম
লীলা কিশোরী গোপিনী যত কাঁদে
কাঁদে জপি সেই নাম ।
লয়ে সুখ স্মৃতি উদাসী মলয়
ব্রজধূলি সাথে শুধু এই কয়
তাহারে ডাকিলে নয়ন সলিলে
সে যে দেখা দিবে আসি ।

গঠন পথে।

● লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

এপার বাংলা ওপার বাংলার

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে·········

পারাবত রচিত

আমি সিরাজের বেগম

প্রধান চরিত্রে ঃ বিশ্বজিৎ

●

পরিচালনায় ঃ

সুশীল মুখাৰ্জ্জী

●

বিশ্ব পরিবেশনায়

মিলি পিকচার্স ঃ কলিকাতা-১৩

দি প্রিন্টোরিয়েন্ট ৩২/১৩ বি, বিডন স্ট্রীট, কলিঃ—৬ হইতে মুদ্রিত।